DATE.16.12.2021

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

Course : CC-1

1st Semester

Pranab Kirtunia

Assistant Professor

Department of Philosophy

Bejoy Narayan Mahavidyalaya

West Bengal

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস :

হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। কিন্তু কোন অনুমানের হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ না করে যদি সাধ্যের অনস্তিত্বকেই প্রমাণ করে সেক্ষেত্রে হেতু দোষযুক্ত হয়। এই দোষযুক্ত হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে।

উদাহরণস্বরূপঃ

যা উৎপত্তিশীল তাই নিত্য

শব্দ হয় উৎপত্তিশীল

সুতরাং শব্দ হয় নিত্য।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

এই অনুমানে হেতু হল 'উৎপত্তিশীল' । হেতু দ্বারা সাধ্য-'নিত্য'-কে প্রমাণ না করে সাধ্যের অভাব বা বিরুদ্ধ 'অনিত্য'কে প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণ করে।

সেইজন্যই এই হেতু দোষযুক্ত। এই হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস:

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসকে 'প্রকরণসম হেত্বাভাস' বলা হয়। এক্ষেত্রে অনুমানে নিজ পক্ষের হেতু এবং বিরোধীপক্ষের হেতু থাকে। নিজে পক্ষের হেতু পক্ষে

সাধ্যের অস্তিত্বকে প্রতিপাদিত করে। এবং বিরোধী পক্ষের হেতু সাধ্যের অনস্তিত্বকে প্রতিপাদিত করে। উভয়পক্ষের হেতুই সমান শক্তিশালী। এক্ষেত্রে অনুমানে দুটি পরস্পরবিরোধী হেতু বর্তমান। তাই হেতুটি দোষযুক্ত । এই দোষযুক্ত হেতুকে বলা হয় সৎ প্রতিপক্ষ হেত্বাভাস।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

যেমন – নিজ পক্ষঃ

যা কিছু শ্রুতিগোচর তাই হল নিত্য। যেমন– শব্দত্ব।

শব্দ শ্রুতিগোচর

অতএব শব্দ হয় নিত্য।

আবার

বিরোধী পক্ষঃ

যা কিছু উৎপত্তিশীল তাই হল অনিত্য। যেমন– ঘর, পট , ঘট ইত্যাদি।

শব্দ উৎপত্তিশীল ।

অতএব শব্দ হয় অনিত্য ।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

এখানে নিজ পক্ষের হেতু 'শ্রুতিগোচর' শব্দের নিত্যতাকে প্রমাণ করে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের হেতু শব্দের অনিত্যতাকে প্রতিপাদন করে। এখানে পরস্পর বিরোধী দুটো হেতু বর্তমান। একটি হেতু সাধ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে এবং অন্য হেতুটি সাধ্যের অভাবের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে অনুমানটিতে হেতু দোষযুক্ত। এই দোষযুক্ত হেতুকে সৎ প্রতিপক্ষ হেত্বাভাস বলা হয় ।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস:

হেতু সাধ্যকে প্রমাণ করে বা সিদ্ধ করে। যতক্ষণ না হেতু সাধ্যকে সিদ্ধ বা প্রমাণ করে ততক্ষণ সাধ্য অসিদ্ধ বা অপ্রমানিত থাকে। অসিদ্ধ হেত্বাভাসে হেতু সাধ্যের মতই অসিদ্ধ ও কাল্পনিক। এই ধরনের অনুমানে হেতু কাল্পনিক হওয়ায় নিজেই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। তাই কখনোই অসিদ্ধ সাধ্যকে প্রমাণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে হেতু দোষযুক্ত হয়। এই হেতুকে বলা হয় অসিদ্ধ হেত্বাভাস।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস:

এই ধরনের অনুমানে হেতু ও সাধ্য – এর মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না। যেমন –

আকাশকুসুম সুগন্ধি।

যেহেতু আকাশকুসুমে কুসুমত্ব আছে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আসলে আকাশকুসুম বলে বাস্তবে কিছুই নেই। এটা কাল্পনিক অবাস্তব। তাই হেতু 'কুসুমত্ব' আকাশকুসুমে নেই। সেজন্য হেতু 'কুসুমত্ব' নিজেই অসিদ্ধ । সাধ্যপদের মতন নিজেও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । এইজন্য এই হেতু দোষযুক্ত। এই হেতুকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস:

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকারের – আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস, স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস:

অনুমানে হেতু পক্ষে অবস্থান করে অর্থাৎ পক্ষ হল হেতুর আশ্রয়। এই হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে পক্ষটি কাল্পনিক বা অসিদ্ধ বা পক্ষেরই কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ অনুমানে হেতু যে পক্ষে অবস্থান করে সেই পক্ষ যদি অবাস্তব অসিদ্ধ হয় তাহলে হেতুও অসিদ্ধ হয়। এই হেতু দোষযুক্ত। এই হেতুকে বলা হয় আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস। যেমন– আকাশকুসুম সুগন্ধি

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস:

যেহেতু আকাশকুসুমে কুসুমের কুসুমত্ব আছে। বলা বাহুল্য এখানে পক্ষ 'আকাশকুসুম' কাল্পনিক ও অবাস্তব । অতএব সেখানে কি করে হেতু 'কুসুমত্ব' থাকবে? অর্থাৎ হেতুটির অস্তিত্ব থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই কুসুমত্ব নিজেই অসিদ্ধ, নিজেই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস :

স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসে হেতটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসের মতো কাল্পনিক নয় । তবে হেতুটি পক্ষে অবস্থান করে না বা থাকেনা। সৎ হেতু সর্বদাই পক্ষে থাকে। অর্থাৎ পক্ষধর্মতা বৈশিষ্ট্য সৎ হেতুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পক্ষে হেতুর অবস্থান সৎ হেতুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পক্ষে হেতু না থাকার ফলে হেতুটি দোষযুক্ত হয়। এই দোষযুক্ত হেতুই হল স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস ।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস :

যেমন– যেসকল বস্তু চক্ষু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেগুলো সবই গুণ পদার্থ। যেমন– রূপ। শব্দ হয় চক্ষু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং শব্দ হল গুণ পদার্থ। এখানে 'চক্ষু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্ব' হল হেতু। 'শব্দ' হল পক্ষ। 'চক্ষু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্ব' পক্ষ 'শব্দে' আশ্রিত নয়। তাই এখানে হেতু দোষযুক্ত। এই দোষযুক্ত হেতুকে বলা হয় স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস:

যে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই অর্থাৎ হেতুতে সাধ্য থাকে না। সেহেতু হেতুতে সাধের ব্যাপ্তি থাকেনা। এই দোষযুক্ত হেতুকে বলা হয় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস।

এই ধরনের হেতু ও সাধের সম্বন্ধ শর্তনির্ভর অর্থাৎ অনৌপাধিক নয়।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস:

যেমন পর্বত ধুমবান।

যেহেতু পর্বত বহ্নিমান। এখানে হেতু হল 'ধূম' আর 'বহ্নি' হল সাধ্য। এখানে 'ধূম' আর 'বহ্নি'-র মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নেই। বরং ধূম ও বহ্নির ব্যপ্তি সম্বন্ধ নির্ভর করে শর্তের ওপর। যেমন 'ধূম' আর 'বহ্নি'-র মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ভর করে 'আদ্রইন্ধন' বা 'ভিজে কাঠ' -এই শর্ত বা উপাধির ওপর।   যেহেতু হেতুটি শর্ত নির্ভর তাই হেতুটি দোষযুক্ত। সেই জন্যই এই হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

বাধিত হেত্বাভাস:

যখন কোন অনুমানের হেতু সাধ্যকে সাধন করতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না বরং অন্য কোন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা অনুমানের পক্ষে সাধ্যের অভাব প্রমাণিত হয়।   বা যদি হেতুটি অন্য প্রমাণের দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। তাহলে সংশ্লিষ্ট অনুমানের হেতুটি দোষযুক্ত হয়। এই দোষযুক্ত হেতুকে বাধিত হেত্বাভাস বলা হয়।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

বাধিত হেত্বাভাস:

উদাহরণস্বরূপ– সকল দ্রব্য হল শীতল।

আগুন হল দ্রব্য।

সুতরাং আগুন হল শীতল।

এখানে 'দ্রব্য' হল হেতু, যেটা আগুনের শীতলতাকে প্রমাণ করতে পারছেনা বরং প্রত্যক্ষ প্রমাণ–এর দ্বারা আগুনের শীতলতা খণ্ডিত হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আগুনের 'উষ্ণতা' প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে অনুমানের হেতুটি দোষযুক্ত। এই দোষযুক্ত হেতুকে বাধিত হেত্বাভাস বলা হয়।

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে:

1) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলতে কী বোঝায়?

2) সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস কাকে বলে?

3) অসিদ্ধ হেত্বাভাস কাকে বলে?

4) অসিদ্ধ হেত্বাভাস কয় প্রকার ও কি কি?

5) আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস কাকে বলে?

6) স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস কাকে বলে?

7) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস কাকে বলে?

8) বাধিত হেত্বাভাস কাকে বলে?

বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ , বাধিত হেত্বাভাস

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

ন্যায় দর্শন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ – পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ন্যায় বৈশেষিক দর্শন, করুনা ভট্টাচার্য ।

ভারতীয় দর্শন, নীরদবরণ চক্রবর্তী।

ভারতীয় দর্শন, এন মুখার্জি, কলকাত, বাণী প্রকাশন

ভারতীয় দর্শন, সুতপা বসু, কলকাতা,   শ্রীধর প্রকাশনী

ভারতীয় দর্শন, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

ধন্যবাদ